



118262 - রযিকিরে মাধ্যম হারিয়ে ফেলোর ভয় কীভাবে কাটাবনে?

প্রশ্ন

আমি একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এখন আমি তৃতীয় বর্ষে পড়ছি। গ্রাজুয়েটে হয়ে বরে হওয়ার দুই বছর বাকি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার খরচ অনেকে বেশি। আল্লাহর অনুগ্রহে আমার পরিবার (আল্লাহ তাদেরকে বরকত দান) এই খরচ বহন করছে। কিন্তু ইদানীং আমি ভবিষ্যত নিয়ে খুব বেশি দুঃশ্চিন্তায় ভুগতে শুরু করছি। যমেন: যিনি আমার খরচ বহন করছেন তার মৃত্যুর ব্যাপারে। এমনটি ঘটলে আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। মানুষজন এখন থেকেই আমাকে 'ডক্টর' বলে ডাকে। আমি সম্মানিত হওয়ার পর লাঞ্ছিত হওয়ার আশঙ্কা করছি। আল্লাহ জানেন যে, আমার অন্তরে আমি কোনো অহংকার লালন করি না। আমি এখন থেকেই আমার কাঙ্ক্ষিত সার্টিফিকেটকে আমাদের মর্যাদাপূর্ণ দ্বীনের কল্যাণে কাজে লাগানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। কিন্তু, এই দুঃশ্চিন্তার অনুভূতি এ কারণে যে কোনো কারণে আমি গ্রাজুয়েটে হতে পারব না। আর সে জন্য আমি বিশ্বাস করতে শুরু করছি যে আমার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করলে আমার বাবা-মা; আল্লাহ না!! আমি আমার আকীদা নিয়ে আশঙ্কায় আছি। আশা করি কার্যকরী ঈমানী কিছু পন্থায় আমাকে সাহায্য করবেন; যাতে আমার এই বিশ্বাস বড়ে যায় যে আল্লাহ যা চান তাই করেন। তিনি আমাদের জন্য কল্যাণকর কিছু চান।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সম্মানিত ভাই,

আপনি নিজের চকিত্সা সর্বোত্তম যত্নে করতে পারেন তা হলো: আপনি মাধ্যম ও মাধ্যমগুলোর স্রষ্টার মাঝে পার্থক্য করতে পারা। আল্লাহ তাআলা হলেন মাধ্যমগুলোর নির্ধারক ও স্রষ্টা। আর মানুষ, চাকুরি, কাজ— এ সব কিছু নছিক মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলাই রযিকিদাতা। তিনি রযিকিরে জন্য বিভিন্ন মাধ্যম নির্ধারণ করে রেখেছেন। যে ব্যক্তির আকীদায় সমস্যা রয়েছে, সে মাধ্যমকে মাধ্যমের স্রষ্টার মর্যাদা দিয়ে ফেলে। ইসলামে একজন মুসলিম কখনো মাধ্যমের স্রষ্টার দিকে না তাকিয়ে কেবল মাধ্যমের উপর নির্ভর করে না। আবার ইসলামে মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও মাধ্যম পরিত্যাগ করাও সমর্থন করা হয় না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িয়া রাহমাহুল্লাহ বলেন: “একদল আলমে যা বলছেন সটো জানা জরুরী। তাদের বলেন: মাধ্যমের প্রতি অতি মনোনিবেশে তাওহীদের ক্ষেত্রে শরিক। মাধ্যমকে মাধ্যম বলে স্বীকৃতি প্রদান না করা আকলের ক্ষেত্রে কমতি। 'মাধ্যম' থেকে পুরোপুরি মুখ ফরিয়ে নেওয়া শরীয়তের ব্যাপারে আপত্তি। তাওয়াক্কুল ও আশাবাদ এমন একটি ভাব যা তাওহীদ, আকল ও শরীয়তের দাবীর সমন্বয়ে গঠিত।

এর ব্যাখ্যা হলো: মাধ্যমের দিকে মনোনিবেশে মানতে অন্তর দিয়ে মাধ্যমের উপর নির্ভর করা, অন্তরে আশা করা এবং এর উপরই ভরসা করা। সৃষ্টিকুলের মাঝে কউে এটা পাওয়ার অধিকার রাখা না। কারণ সৃষ্টির কউে স্বতন্ত্র নয়। সৃষ্টির অংশীদার ও প্রতিপক্ষ থাকা অনবিদ্য। তদুপরি, যদি মাধ্যমের স্রষ্টি মাধ্যমকে সেবা দেয়ার জন্য অনুগত না করতেন, তাহলে সে অনুগত হত না। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে আল্লাহ সব কছির প্রভু ও মালিক। আসমান-যমীন, এই দুইয়ের মাঝে যা আছে, গ্রহ-নক্ষত্র এবং এগুলো যা কছিকে ধারণ করে আছে এই সব কছির একজন স্রষ্টি ও পরিচালক রয়েছেন।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/১৬৯)]

তিনি (রাহমাহুল্লাহ) আরও বলেন: “সুতরাং বান্দার উচিত তার অন্তরকে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল করা। কোনো মাধ্যমের উপর নয়। আল্লাহই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকর মাধ্যমসমূহ তার জন্য সহজ করে দেন। যদি মাধ্যমগুলো তার সাধ্যের মধ্যে থাকে এবং মাধ্যমগুলো গ্রহণ করতে সে আদর্শিত হয়, তাহলে সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার সাথে ঐ মাধ্যমগুলো গ্রহণ করবে। যত্নে সে ফরয বধিানগুলো আদায় করে। যত্নে সে শত্রুর সাথে জহিদ করে। তথা সে অস্ত্র বহন করে, যুদ্ধের ঢাল পরিধান করে। শত্রুকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সে আদর্শিত জহিদ বাদ দিয়ে কেবল তাওয়াক্কুল করাকে যথেষ্ট মনে করে না। যে ব্যক্তি আদর্শিত মাধ্যম গ্রহণ করে না: সে অক্ষম, অবহেলাকারী ও নিন্দিত।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৫২৮, ৫২৯) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

উদাহরণস্বরূপ আপনার ক্ষেত্রে আপনার পতি-মাতা আপনার খরচপ্রাপ্তির 'মাধ্যম'। আপনার এটা জানা আবশ্যিক যে, আল্লাহই তাদেরকে 'মাধ্যম' বানিয়েছেন। আপনার উপর এই বিশ্বাস করাও আবশ্যিক যে আল্লাহ আপনাকে রযিকি দেওয়া ও আপনার খরচ বহন করার একাধিক মাধ্যম নির্ধারণ করতে সক্ষম। আপনার আশপোশে তাকান। সকল ছাত্রের খরচ কী তাদের পরিবার বহন করছে?! উত্তর: নষ্টসন্দেহে না। আপনি যদি তাদের রযিকির মাধ্যমসমূহ দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন তা অনেক, বহুবধি ও বহুরূপ। সুতরাং রযিকি কেবল পতি-মাতার মাঝে সীমিত নয় যে আপনি রযিকির 'মাধ্যম' ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করবেন। তাদের দুইজনকে রযিকিদাতা আল্লাহর সমমর্যাদা দেয়ার অধিকার আপনার নাই। কারণ সৃষ্টি ও স্রষ্টির মাঝে তফাৎ অনেক। মাধ্যমের স্রষ্টি ও মাধ্যমের মাঝে ব্যবধান বহুদূর।

কুরআনে এসেছে:

أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

‘তিনি যদি তার রযিকি বন্ধ করে দেন, তাহলে ক’ে আছে যে ত’োমাদেরকে রযিকি দতিে পার’ে? (ক’েউ নহ’ে,) বরং (নরিব’োধ’ে মত) তারা অবাধ্যতা ও অনীহার মধ্য’ে অটল রয়ছে’ে।’[সূরা মুলক: ২১]

আপনি আল্লাহর এই বাণীটি নিয়ে একটু ভাবুন, তাহলে দেখবেন বসিয়টি একব’োর’ে স্পষ্ট। এখান’ে আল্লাহ তাআলা কাফ’েদেরকে জানাচ্ছেন যে রযিকি’ে মাধ্যমসমূহ যমেন: বৃষ্টি, নদ-নদী, ঝরনাসমূহ ইত্যাদরি মাধ্যম’ে তিনি রযিকি নরিধারণ করেন। তিনি যদি চান তাহলে এই মাধ্যমগুলোকে বাধা দতিে পারন’ে। বৃষ্টিপিতনকে তিনি থাময়িে দতিে পারন’ে। নদীপ্রবাহকে তিনি স্থবরি করে দতিে পারন’ে। ঝরনাকে তিনি শুকয়িে দতিে পারন’ে। কার পক্ষ’ে রযিকি’ে এই মাধ্যমগুলোকে বাধা দয়’ে সম্ভব? ক’িবা এই মাধ্যমগুলোকে এন’ে দয়’ে সম্ভব!

আপনার ইস্যুটির নরিসন’ে নমিন’োকুত আয়াত নিয়ে একটু চন্িতা-ভাবনা করুন:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

‘য’ে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য (সংকট থকে) ব’ে হওয়ার পথ করে দবেন’ে। আর তাকে এমন জায়গা থকে জীবকির ব্যবস্থা করবেন যা স’ে ধারণাও করে না। য’ে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। নশ্চয়ই আল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূরণ করবেন। আল্লাহ সবকছুর জন্য একটিমাত্রা ঠকি করছেন’ে।’[সূরা ত্বালাক: ২,৩]

আপনি মন’ে করছেন য’ে, আপনার বাবা-মা মারা গলে’ে আপনার খরচ বন্ধ হয়’ে যাবে। অথচ আল্লাহ আপনাকে লক্ষ্য করে বলছেন, যদি বান্দা আল্লাহকে ভয় করে, তথা তাঁর আদশে পালন করে, তাঁর নষিধে থকে বরিত থাক’ে তাহলে আল্লাহ তাকে এমন উৎস থকে রযিকি দবিন’ে যা স’ে ভাবন’ে! অর্থাৎ রযিকি’ে এমন সব ‘মাধ্যম’ সহজ করে দবিন’ে যা তার ভাবনায়ও ছিল না, যা স’ে কল্পনাও করেনি। যদি বান্দা আল্লাহ তাআলার ওপর প্রকৃত তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার দুঃশ্চন্িতাগুলো দূর করে দবেন’ে এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। আর এটাই আপনার অবস্থার প্রকৃত চকিৎসা—যখন’ে আপনি রযিকি’ে মাধ্যম ও মাধ্যম’ে স্রষ্টির মধ্য’ে গুলয়ি’ে ফলেছেন এবং য’ে দুঃশ্চন্িতা ও উদ্বেগ’ে আক্রান্ত হয়ছেন তার প্রকৃত চকিৎসা এটাই।

আপনি এই ইমাম’ে বক্তব্যটুকু পড়ুন, এর মাঝ’ে আপনি আপনার উদ্বেগে, দুঃশ্চন্িতা ও দুর্ভাবনার উপযুক্ত ঔষধ পাবন’ে। শাইখ আবদুর রহমান আস-সা’দী রাহিমাহুল্লাহ নমিন’োকুত আয়াত’ে তাফসরি’ে বলেন:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

‘আর যদি তারা (স্বামী-স্ত্রী) পরস্পর বচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্য (সম্পদ) থেকে প্রত্যেকেকে অভাবমুক্ত করবনে। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাवान।’ [সূরা নসি: ১৩০]

উক্ত আয়াতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে বান্দার উচিত তার আশাকে কেবল আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করা। আল্লাহ যদি তার জন্য রযিকি ও প্রশান্তির কোনো মাধ্যম নির্ধারণ করে রাখেন, তাহলে এর জন্য তার উচিত আল্লাহর প্রশংসা করা এবং আল্লাহ যেন এতে বরকত দেন সেই দোয়া করা। যদি সেই ‘মাধ্যম’ নশিষে হয়ে যায় বা অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে এর জন্য তার মন বর্ষিত হয়ে পড়বে না। কেননা এই মাধ্যমটি অসংখ্য মাধ্যমের মধ্য থেকে একটি মাধ্যম মাত্র। ঐ নির্দিষ্ট মাধ্যমের জন্য বান্দার রযিকি থমে থাকবে না। বরং তার জন্য এর থেকে উত্তম ও উপকারী মাধ্যম খুলে যাবে। হয়তো তার জন্য একাধিক মাধ্যম খুলে যাবে। সুতরাং তার উচিত হলো সর্বাবস্থায় নিজের রবের অনুগ্রহ ও দয়ার প্রতি আশাবাদকে সামনে রাখা ও মনের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা। আশা নিয়ে অধিক পরিমাণে দোয়া করা। কারণ আল্লাহ তাঁর নবীর বচনে বলেছেন: ‘বান্দা আমার ব্যাপারে যেন ধারণা করে আমি তেমনই। যদি সে আমার ব্যাপারে উত্তম ধারণা করে, তাহলে আমি তার জন্য সে রকম। আর যদি সে আমার ব্যাপারে মন্দ ধারণা করে, তাহলে আমি তার জন্য সে রকম।’ [হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী ‘সহীহু তারগীব’ (৩৩৮৬) গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন] তিনি আরও বলেন: ‘তুমি যতক্ষণ আমার কাছে দোয়া করবে এবং আমার কাছে আশা করবে, আমি ততক্ষণ তোমার থেকে সংঘটিত সকল কিছু ক্ষমা করে দি। আমি কোনো কিছু পরোয়া করব না।’ [হাদীসটি তিরমিযী (২৮০৫) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী ‘সহীহু তিরমিযী’ গ্রন্থে এটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন][তাইসীরুল লাত্বীফুল মান্নান ফী-খুলাসাত তাফসীরলি আহকাম (পৃ. ৮৫) আল-মাআরফে ছাপা]

আল্লাহর বান্দা!

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসটি মনোযোগ দিয়ে ভাবুন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছেন: ‘তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করত তাহলে তিনি তোমাদেরকে সত্যের রযিকি দিতেন যতোভাবে তিনি পাখিকে রযিকি দেন। পাখি সকালে খালি পটে বের হয়ে যায় সন্ধ্যায় ভরপটে ফেরে।’ [হাদীসটি আহমাদ (২০৫) ও তিরমিযী (২৩৪৪) বর্ণনা করছেন। শাইখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেন]

জেনে রাখুন, আপনার বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বাস্তবায়ন করা, তাঁর উপরই সত্যিকার আশা করা এবং তাঁকে আঁকড়ে ধরা। কারো মৃত্যু কিংবা কারো জীবনকে নয়। কোন সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর চরিত্র নয়িম কারো জীবন কিংবা মৃত্যুর কারণে পরিবর্তিত হয় না!!

তনি:

সর্বশেষে একটি বিষয়ের মাধ্যমে আপনার সাথে আলোচনা শেষ করব। সেটি হচ্ছে: হতে পারে আপনার মনে যত দুঃশ্চিন্তা আসছে, যত দুর্ভাবনায় আপনি আক্রান্ত হচ্ছেন এটি আপনার দ্বারা ঘটবে যাওয়া পাপের কারণে। আপনি নিজের দিকে নিজের



দনি। আপনি কোন গুনাহতে লিপ্ত থাকলে সটোর প্রতিকার করুন। কারণ যার অবস্থা এমন আল্লাহ তাকে দ্রুত শাস্তি দিয়ে দিতে পারেন। সহশিক্ষা রয়েছে এমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কত ধরনের অনশ্টি ও পাপ বিদ্যমান তা আমরা জানি। তাই আপনি এমন পাপাচার থেকে বরিত থাকতে ও সগুলো থেকে তাওবা করতে সচেষ্ট হোন।

ইমাম ইবনু কাইয়ামিলি জাওয়যিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘পাপের অন্যতম শাস্তি হলো: আল্লাহ তা‘আলা পাপীর অন্তরে ভয় ও আতঙ্ক ঢেলে দেন। ফলে আপনি সবসময় তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাবেন। নিশ্চয় আল্লাহর আনুগত্য আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ট দুর্গ। যে ব্যক্তি এই দুর্গে প্রবশে করে সে দুনিয়া ও আখিরাতের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভকারীদরে একজন। আর যে ব্যক্তি এই দুর্গ থেকে বেরিয়ে যায় ভয়-ভীতি তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে তার ক্ষেত্রে ভয় নিরাপত্তায় পরণিত হয়। আর যে আল্লাহর অবাধ্যতা করে তার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ভয়ে রূপ নেয়। তাই আপনি পাপী ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় পাবেন যেন তার অন্তর পাখরি দুই ডানার মাঝে কাঁপছে। বাতাসে দরজা ধাক্কা দিলে সে ভাবে: ‘আমাকে ধরতে এসছে।’ পদধ্বনি শুনলে সে আশঙ্কা করে: ‘মৃত্যুর দূত চলে এসছে।’ সে মনে করে: যে কোনও চটোমচে বা চটিকারই তার বিরুদ্ধে, যে কোনও অমঙ্গলই তাকে টার্গেট করছে। তাই, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাকে সব কিছু ভয় থেকে নিরাপত্তা দেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে না আল্লাহ তাকে সব কিছু থেকেই ভয় দেখোন।’[আল-জাওয়াবুল কাফী (পৃ. ৫০) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।